22650 - তলোওয়াতরে সজিদার পদ্ধতি ও এর জন্য পবত্রিতা

প্রশ্ন

তলোওয়াতরে সজিদার জন্য কি পবত্রিতা শর্ত? সজিদা দয়ো ও উঠার সময় কি তাকবীর দবি; চাই সটো নামাযরে ভতেরে হোক কংিবা বাইরে? সজিদার মধ্যে কী বলব? সজিদাতে পঠতিব্য যে দোয়াগুলো উদ্ধৃত হয়ছে এর মধ্যে কি কোন সহহি দোয়া আছ? নামাযরে বাইরে হলে এই সজিদা থকেে সালাম ফরিানোর কি বধিান রয়ছে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

আলমেদরে দুটো অভমিতরে মধ্যে সঠকি মতানুযায়ী তলোওয়াতরে সজিদার জন্য পবত্রিতা শর্ত নয়, এর থকেে সালাম ফরিানো নইে এবং সজিদা থকেে উঠার সময় তাকবীর নইে।

সজিদাতে যাওয়ার সময় তাকবীর দয়োর বধিান রয়ছে। যহেতেু ইবনে উমর (রাঃ) থকেে বর্ণতি হাদসিে এই মর্মে প্রমাণ সাব্যস্ত হয়ছে।

তবে নামাযরে মধ্যে তলোওয়াতরে সজিদা দয়োকালে সজিদা দয়ো ও সজিদা থকেে ওঠার সময় তাকবীর দয়ো আবশ্যক। যহেতেু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযরে মধ্যে প্রত্যকেে ওঠানামার সময় তা করতনে। এবং যহেতেু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে সহহি সূত্রে সাব্যস্ত হয়ছে যে, তনিি বলছেনে: “তোমরা আমাকে যভোবে নামায পড়তে দখে সভোবে নামায পড়।”[সহহি বুখারী (৫৯৫)]

নামাযরে সজিদাতে যে যে দোয়া পড়া শরয়িতসম্মত তলোওয়াতরে সজিদাতওে সে সে দোয়া পড়া শরয়িতসম্মত— এ সংক্রান্ত হাদসিগুলোর নর্দিশেনার সার্বকিতার কারণ। এ ধরণরে দোয়ার মধ্যে রয়ছে:

اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ، وَقُوَّتِهِ، تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

(অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার জন্যই সজিদাহ করছে, আপনার ওপরই ঈমান এনছে, আপনার কাছইে নজিকেে সঁপে দয়িছে। আমার মুখমণ্ডল সজিদায় অবনত সইে মহান সত্তার জন্য, যনিি একে সৃষ্টি করছেনে এবং আকৃতি দয়িছেনে, আর তার কান ও চোখ বদিীর্ণ করছেনে। সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ সুমহান।) ইমাম মুসলমি তাঁর সহহি হাদসিরে সংকলনে (১২৯০)

আলী (রাঃ) এর সূত্রে এ যিকিরটি উদ্ধৃত করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামাযের সিজদাতে এই যিকিরটি বলতেন।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নামাযের সিজদাতে যা যা বলা শরিয়তসম্মত তিলাওয়াতের সিজদাতেও তা তা বলা শরিয়তসম্মত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি তিলাওয়াতের সিজদাতে বলতেন:

اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْراً، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْراً، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْراً، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ

(অর্থ: হে আল্লাহ! এই সিজদার বদৌলতে আপনার নিকট আমার জন্য একটি প্রতিদান লিখুন এবং এর দ্বারা আমার একটি গুনাহ মুছে দিন, এটাকে আমার জন্য আপনার কাছে সঞ্চয় হিসেবে জমা রাখুন। আর আমার পক্ষ থেকে এই সিজদাকে কবুল করে নিন; যেভাবে আপনার বান্দা দাউদ আলাইহিস সালাম-এর থেকে কবুল করেছেন।)[সুনানে তিরমিযি (৫২৮)]

এক্ষেত্রে ওয়াজিব হলো নামাযের সিজদার মত: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى (আমার সুউচ্চ প্রভুর পবিত্রতা ঘোষণা করছি) বলা। এর বেশি যা কিছু পড়া হয় সেটি মুস্তাহাব।

নামাযের ভেতরে কিংবা নামাযের বাইরে তিলাওয়াতের সিজদা দেয়া সুন্নত; ওয়াজিব নয়। যেহেতু যায়েদ বিন ছাবেত (রাঃ) থেকে সাব্যস্ত হাদিসে এবং উমর (রাঃ) থেকে সাব্যস্ত হাদিসে এই প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহই তাওফিক দেয়ার মালিক।